প্রথম আলো
তারিখ 19 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

# হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য

শিশির মোড়ল ●

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে এবার প্রায় এক হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হচ্ছে। ছয় হাজার ৬০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা নেওয়া হচ্ছে।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর ভর্তি ফি নির্ধারণ করা নেই। অভিযোগ আছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তি ও চিকিৎসকদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর তাই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মর্জিমাফিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে।

এদিকে লুটপাটের সঙ্গে তুলনা করেছেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক আবু শফি আহমেদ আমিন। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'এটা (মেডিকেল শিক্ষা) আর শিক্ষা নেই। বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। যাদের টাকা আছে তারা পড়বে, দরিদ্র মেধাবীরা এ সুযোগ পাবে না।'

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলো। ইতিমধ্যে ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। ২১ নভেম্বর থেকে বেশ কিছু কলেজে ভর্তি শুরু হবে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

রাজধানীর অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভর্তি ফি গত বছরের চেয়ে দু-তিন লাখ টাকা বাড়িয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে স্বাস্থ্যসচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি কত হবে, তা যেমন সরকার নির্ধারণ করে না, এ ক্ষেত্রেও তা-ই। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কী করে ফি নির্ধারণ করব?'

## বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি

- বেসরকারি মেডিকেলে আসনসংখ্যা পাঁচ হাজার ৪৫০। প্রতি আসনে গড়ে ভর্তি ফি ১৫ লাখ টাকা
- বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসনসংখ্যা কমপক্ষে এক হাজার ১৭০। গড়ে সাড়ে চার লাখ টাকা ভর্তি ফি
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি ২-৩ গুণ বেশি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) কার্যালয় থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৫৫টি। এসব কলেজে আসনসংখ্যা চার হাজার ৮০০।

১১ নভেম্বর আরও সাতটি মেডিকেল কলেজকে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এসব কলেজে ৫০ জন করে মোট ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন। এ ছাড়া ৩২টি মেডিকেল কলেজ আসন বাড়ানোর আবেদন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র বলছে, প্রায় ৩০০ আসন বাড়বে। সব মিলে বেসরকারি মেডিকেলে আসনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ হাজার ৪৫০।

প্রতি আসনে গড়ে ভর্তি ফি ১৫ লাখ টাকা ধরা হলে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৮১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা নিচ্ছে।

অন্যদিকে ১৮টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন এক হাজার ৬৫। সাতটি ডেন্টাল কলেজও আসন বাড়ানোর আবেদন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র বলছে, গড়ে ১৫টি করে আসন বাড়ানো হবে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসনসংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে এক হাজার ১৭০।

বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই কলেজে ভর্তি ফি এ বছর ছয় লাখ ৫০ হাজার টাকা।

তবে অন্য একাধিক ডেন্টাল কলেজ বলেছে, তাদের ফি কিছুটা কম। গড়ে সাড়ে চার লাখ টাকা ভর্তি ফি ধরলে ৫২ কোটি ৬৫ লাখ টাকা পাবে কলেজগুলো।

এ ছাড়া এসব কলেজে প্রায় ৩০০ বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হবেন। এঁদের ভর্তি ফি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের চেয়ে দুই থেকে তিন গুণ বেশি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এঁদের কাছ থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা পাবে কলেজগুলো।

**উন্নয়নের নামে:** খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার ভর্তি ফি সবচেয়ে বেশি সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজে। একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তারা নিচ্ছে ২০ লাখ টাকা। এই কলেজে আসনসংখ্যা ৮৫টি। আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে ভর্তি থেকে এই কলেজের আয় হবে ১৭ কোটি টাকা। কলেজটি আসন বৃদ্ধির আবেদন করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ বলেন, 'একাধিক পুরোনো ও নাম করা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে গিয়ে দেখেছি, এসব কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার জন্য বছরে ৫০ লাখ টাকাও খরচ করে না।'

**নিয়ন্ত্রণ নেই:** বেশ কয়েক বছর ধরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো লাগামহীন ভর্তি ফি নিলেও তা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অভিযোগ আছে, মন্ত্রীসহ কয়েকজন আমলা ও চিকিৎসক নেতা বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে জড়িত। এ কারণে বিষয়টি তাঁরা চেপে গেছেন। আওয়ামীপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক নেতা বেশ কয়েকটি কলেজের সঙ্গে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, ছয় মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি ফি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। কিন্তু ভর্তিসংক্রান্ত সভার আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি রাখেনি মন্ত্রণালয়।